R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

**জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ**
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭।
১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চে জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ সম্বর্ধিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে গত ২৮ আগষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের ১০ জন অধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ আবু শুকরানা মণ্ডল তাঁদের একজন। উত্তরীয় পরিয়ে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান নেত্রী। উল্লেখ্য, আবু শুকরানা মণ্ডল জঙ্গিপুর কলেজের দায়িত্ব নেবার পর সিপিএম গভঃ বডিকে খুশি করতে ডি.ওয়াই.এফ.আই-কে নগ্নভাবে মদত দেন। প্রায় দশ বছর ছাত্রপরিষদ সংসদের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেনি। পার্টির যোগসাজশে নমিনেশন পেপার জমা দেবার একটি মাত্র দিন ধার্য্য করেন। একের বেশী কাউন্টার না খুলে, ডি.ওয়াই.এফ.আই. সমর্থকদের দিয়ে লাইন জ্যাম করিয়ে দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম মাত্র নমিনেশন পেপার জমা পড়ে ছাত্রপরিষদের। যার ফলে শুকরানা সাহেবের মদতে একতরফাভাবে রাজত্ব চালায় ডি.ওয়াই.এফ.আই। ছাত্রপরিষদের প্রাক্তন জি.এস বিকাশ নন্দ জানান, "অধ্যক্ষর অগণতান্ত্রিক একপেশে নীতির প্রতিবাদে সরব হওয়ার জন্য অনেক ছাত্রকে তিনি মামলায় জড়িয়ে দেন। আজও তার খেসারত বইতে হচ্ছে।"

এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা ও জঙ্গিপুর কলেজ গভঃ বডির শেষ কথা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান– 'জঙ্গিপুর কলেজ অধ্যক্ষের তৃণমূলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের খবর আমিও শুনেছি'। রাজনীতির পালাবদলে সুযোগ সন্ধানী আবু শুকরানা মণ্ডল আজ তৃণমূল মঞ্চে। (শেষ পাতায়)

কংগ্রেস গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব মেটেনি – মিটবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের ৬টি অঞ্চলের মধ্যে ৫টি কংগ্রেসের দখলে। সম্প্রতি ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার জামুয়ার অঞ্চলের সভাপতি আজিম সেখের বিরুদ্ধে দলবিরোধী অভিযোগ এনে তাকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে ওখানে কেশব পালকে দায়িত্ব দেন। এই পরিস্থিতিতে আজিম সেখ মহকুমা সভাপতি মুক্তি ধরের স্মরণাপন্ন হলে মুক্তিবাবু ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে অরুণ সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু অরুণ তাঁর সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। এরপর ৬টি অঞ্চলের সভাপতিরা জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানান এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। এর প্রেক্ষিতে অধীরবাবু আজিম সেখকে সভাপতির কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন এবং ব্লক-১ সভাপতির অভিযোগ তিনি মঞ্জুর করবেন না বলে নাকি আশ্বাসও দেন। এ প্রসঙ্গে ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার জানান, আমি দায়িত্বে আসার পর থেকেই আজিম সেখ সব ক্ষেত্রে আমার বিরোধীতা করছিল। আমার কোন নির্দেশ মানে নি। বুথ কমিটির লিষ্ট জমা দিতে বললে তাও দেয় নি। উপরন্তু আমার নামে জেলা সভাপতির কান ভারি করে। এই পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সংগঠন চালাতে ওকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। এর বেশী কিছু বলবো না।

রাখী পূর্ণিমায় ধর্মীয় শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হিন্দু মিলন মন্দিরের বার্ষিক উৎসব গত ২৪ আগষ্ট রাখী পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। সকালে স্তোত্র পাঠ, গুরু মহারাজের অভিষেক, বিশেষ পুজো এবং বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। যজ্ঞ, ধর্মসভা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। ধর্মসভায় বেলডাঙ্গা আশ্রমের স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ, অরঙ্গাবাদের অধ্যক্ষ স্বামী সনাতনানন্দজী মহারাজ, রতনপুর (বাঁশলৈ) আশ্রমের অধ্যক্ষ যতীন মহারাজ বক্তব্য রাখেন।

ঋষি অরবিন্দ শ্রীমা স্মরণ সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার শতবর্ষপূর্তি ও শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২২ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। প্রতিযোগিতামূলক আবৃত্তি, বসে আঁকো ও প্রবন্ধ লেখায় অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রারম্ভিক বক্তৃতায় কলকাতা থেকে আগত সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধেন্দু সাহা বলেন, এই উৎসব (শেষ পাতায়)

স্বাধীনতা দিবসে কৃতি ছাত্রছাত্রীরা পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা এন.টি.পি.সি. কর্তৃপক্ষ গত ১৫ আগষ্ট '১০ স্থানীয় নেতাজী আউটডোর ষ্টেডিয়ামে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে থারমাল প্ল্যান্টের জেনারেল ম্যানেজার কে. কে. শর্মা এ বছরে মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কৃতি ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্বীকৃতিস্বরূপ নগদ ১০০০ টাকা ও শংসাপত্র দেন। প্ল্যান্ট সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ ও মালদার মোট ২১টি স্কুলকে (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ
জঙ্গিপুর সংবাদ
১৫ই ভাদ্র বুধবার, ১৪১৭

সজাগ না হইলে

আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনামটি সীমান্তে চোরাচালানের বিষয়। এই দুর্ভাগা দেশে একটি মাত্র ক্ষেত্রে সজাগ থাকার লক্ষণ স্পষ্ট। অন্যান্য সর্ববিষয়েই আমরা নিদ্রামগ্ন, যেন কালঘুমে আচ্ছন্ন। সে নিদ্রাভঙ্গের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

সীমান্ত দিয়া, চোরাকারবার এই মহকুমার সামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও ফরাক্কা থানায় চলিয়াছে অব্যাহত গতিতে। চাল, গরু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে পাচার করা হইতেছে। পুলিশের পক্ষ হইতে বমাল পাচারকারীদের কোর্টে চালান দেওয়া হইলেও তাহারা শাস্তি পায় না। সীমান্তের পাঁচ কিমি এলাকা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় বিএসএফ-এ সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া পাচারকারীদের দোষী প্রমাণ করা যায় না। সীমান্তের বিশেষ বিশেষ এলাকার কিছু মানুষ ব্যবসায়ী-লাইসেন্সধারী হওয়ায় বাহির হইতে বিভিন্ন মালপত্র ক্রয় করিতে পারে। সীমান্ত এলাকার গুদাম হইতে ঐসব রক্ষিত মালপত্র সুযোগমত বাংলাদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে। সীমান্তে চোরাচালান বন্ধের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যায়ে আলোচনা মাঝে মধ্যে হইলেও তাহাতে পুলিশ তরফের কোন প্রতিনিধি থাকে না বলিয়া জানা যায়। সুতরাং আলোচনায় সামগ্রিক সুবিধা-অসুবিধা বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না।

শুধু এই মহকুমা বা জেলা নয়, সারা রাজ্যে সীমান্ত এলাকায় সাধারণ মানুষদের একটা অংশ এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। বি.এস.এফ এবং রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হইলে কিছুটা কাজ হয়। সীমান্ত দিয়া শুধু চাল, গরু ইত্যাদি নয় মানুষের যাতায়াতও হয়। বিশেষ জঙ্গি প্রশিক্ষণের জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরাদি লইয়া ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে সর্বত্র ভিনদেশী মানুষের ছয়লাপ হইতেছে। নির্বাচনের সময় বহু ভিনদেশী দিব্যি এদেশী সাজিয়া সহায়তা প্রদান করিতেছে। ভোট পাইবার তাগিদে নেতাদের চোখ খুলিতেছে না। কিন্তু জাগিয়া ঘুমাইলে সত্যই একদিন চিরনিদ্রা আসিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর চাই
কর্মস্থান : জঙ্গিপুর পৌরসভা ও ব্লক অঞ্চল। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ/এম.এস.সি/এম.কম.। অভিজ্ঞতা : সোসাল ওয়ার্কে এক বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় বাসীন্দা অগ্রাধিকার পাবেন।
যোগাযোগ : **পাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি,**
২, সোপ লেন, কলকাতা-১৪,
ফোন : ৯৯০৩৯৮৫৮৮১/ ৯৯০৩৯৮৫৮৮২

খাল কেটে কুমীর আনা সিদ্ধার্থ-বুদ্ধ তো একই জনা

– চিত্ত মুখোপাধ্যায়

খাল কেটে নদীর কুমীর ঘরে নিয়ে এসেছিল সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেস। দলের মধ্যে 'আমরা সবাই রাজা' গোছের মসস্কতা, সীমাহীন বিশৃক্খলা আর আখের গোছানো, দরদী কর্মীদের তিরস্কার আর ধান্দাবাজ তোষামুদেদের পুরস্কারে বিপর্য্যস্ত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী একটা জাতীয় দল দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তার দুর্বলতার সুযোগে অজগর সাপের মতো প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে উঠে আসছিলো সি.পি.এম. এর ছক কষে এগুনো আগুন সংগঠন। মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব মন্ত্রীদের ডেকে সাবধান করে দিয়েছিল প্রিয়-সুব্রত-কুমুদের উপস্থিতিতে। কলাগাছ পুঁতে শাঁখ বাজিয়ে জ্যোতি বাবুদেরকে আপনারা রাইটার্সে নিয়ে আসছেন – ঠিক এমনটাই বলেছিলেন কুমুদ ভট্টচার্য্য। তখন অবশ্য সিদ্ধার্থ ইন্দিরা গান্ধীর দালালী করছেন আর ঘরের ছেলেদের মিসায় ভরছেন। অন্যদিকে বন্ধু 'জ্যোতি'কে রক্ষা করার জন্যে পুলিশ পিকেট বাড়িয়ে দিচ্ছেন, ফার্ষ্ট ক্লাস জেলে রাখছেন। তবু শেষ রক্ষা হলো না। আনন্দবাজারের সেই ছবিটা আজো মনে আছে। অ্যান্টি চেম্বারের চাবিটা রাইটার্সের একজনকে দিয়ে বিষন্ন মুখে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসছেন দাপুটে মুখ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মানুদা। জ্যোতিবাবুরা এলেন। নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থসাত্তারের দলই। আসার পরে কিছুদিন গরীব গরীব গানবাজনা, কিছু ভালো পদক্ষেপ তাদের জন্যে নেওয়া হলো। কিন্তু দীর্ঘ উপোসী রক্ত পিপাসুরা সংযম দেখাতে পারলো না। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনও ওরা করলো, কংগ্রেস করেনি। ভাগীদার বর্গাদার বনাম জোতদার কাজিয়া লাগিয়ে দিলো। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় কুকীর্ত্তি রাজ্য জুড়ে সমস্ত মধ্যবিত্তদের কোমড় ভেঙ্গে দিতে সিলিং, লেভী, কর্ডন। সম্পত্তি আইন পাল্টে তারা যা করলো তাতে কপাল পুড়লো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অথচ শহুরে সম্পত্তির সিলিং হলোনা। যুক্তফ্রন্টও করলো না। কিন্তু ওরা গ্রামে কংগ্রেসের অস্ত্রেই তাদেরকে সাবাড় করে দিল। যারা দাদাঠাকুর পেন্নাম হই বলে গড় করতো, তারাই রাতারাতি গেরস্থকে 'শালা জমিতে নামলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দিব' বলে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। সুসম্পর্কটাও নষ্ট হলো। ল্যান্ড সিলিং বা বর্গা আইনে কোনও সমাধান আনলো না। 'কমিউন' করা হলো না। ব্যক্তি মালিকানায় ১/২ বিঘা জমির পাট্টা নিয়ে গরীবদের একটা ছোট্ট শতাংশ লালঝাণ্ডাকে সেলাম করলো, বাকীরা সেই যা ছিলো তাই। এরপর কংগ্রেসের যতো চোর জোচ্চোর সব জ্যোতিবাবুদের দলে চলে গেল। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের লুঠের নানা কায়দায় প্রশিক্ষণ দিতে লাগলো। আইন পাল্টে সরকারী কর্মচারীদেরকে ভেড়া বানিয়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পুরো রাজনীতিকরণ হয়ে গেল। বাঘ রক্তের স্বাদ পেল। দলে লক্ষ লক্ষ সর্বত্র লাল ঝাণ্ডার রণহুঙ্কার দেখে নেতারাও খুশী। সাঁইবাড়ী হলো।

(৩য় পাতায়)

'কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে ছুটছে মন মাটির পানে।'

– মানিক চট্টোপাধ্যায়

'ধর্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – 'জীবজন্তুকে গড়ে তোলে তার অন্তর্নিহিত প্রাণধর্ম। সেই প্রাণধর্মটির কোন খবর রাখা জন্তুর পক্ষে দরকার নেই। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে, সেটা শরীরে প্রাণের চেয়ে বড় – তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনীশক্তিই হচ্ছে ধর্ম। জলের জলত্বই হচ্ছে জলের ধর্ম, আগুনের আগুনত্বই হচ্ছে আগুনের ধর্ম। তেমনি মানুষের ধর্মটিই হচ্ছে তার অন্তরতম সত্য।'

রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আচারসর্বস্ব ধর্ম সমর্থন করেন নি। তিনি ভালো বেসেছিলেন প্রকৃতিকে। তাঁর কাছে পৃথিবীর ধূলি মধুময়। প্রকৃতির ভুবনমনোমোহিনী রূপ তাঁর সৃষ্টির পরতে পরতে। প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের খেলা। এই খেলা স্থলে-জলে-বনতলে সর্বত্র। মাটি আর মাটি সংলগ্ন মানুষকে নিয়েই তাঁর আনন্দোৎসব। এটাই তাঁর ধর্ম।

কবি চেয়েছিলেন মানুষের আর্থসামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করতে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যই তাঁর উৎসব প্রবর্তন। এজন্যই ঋতু উৎসব। এই ঋতু উৎসবের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণের মানুষকে – তাঁর জীবনদেবতাকে। প্রত্যেকটি উৎসবের জন্য রচিত হয়েছে সুনির্দিষ্ট গান। গানের সেই তালিকা সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত রসিকদের কাছে সুপরিচিত। তাই তার উল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন। বাংলা বর্ষবরণ উৎসব, হলকর্ষণ উৎসব, বৃক্ষরোপণ উৎসব, বসন্ত উৎসব সর্বত্রই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য রসের লীলা। এইসব ঋতু উৎসব পালনের মধ্যেই কবি প্রকৃত ধর্মকে খুঁজে পেয়েছেন। উৎসবের আঙিনায় প্রকৃতি-মানুষ সব একাকার। কবির মন এখানে ছুটে চলেছে পুরাতন প্রাণের টানে। মন ছুটছে মাটির পানে। নবীন ঘাসে ডুবেছে চোখ। মন প্লাবিত হয়েছে মল্লার গানে।

'ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতিতে এই ঋতু উৎসব প্রবর্তনের তাৎপর্য বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ। স্রষ্টা হিসাবে, শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে অতুলনীয়। সারা বিশ্বে আর কোন শিল্পী বা সাহিত্যিককে ষড় ঋতুর এমন পুর্ণাঙ্গ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা বা অগ্রণী হতে দেখা যায় না। এতখানি সাফল্য ও সার্থকতাও কেউ লাভ করতে পারেননি।' কবি তাঁর একটি লেখায় বলেছেন : 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী – কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ বৃহৎ। সে দিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ – সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

উৎসবের সময় বিশ্বকবির এই বাণী স্মরণ রেখে যদি আমরা ক্ষুদ্র লোভ, ক্ষুদ্র ঈর্ষা, হিংসা বর্জন করে সমস্ত মানুষকে প্রীতির

(৩য় পাতায়)

‘কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে

(২য় পাতার পর)

চোখে দেখে আত্মীয় ভাবতে পারি, তবেই আমাদের সমস্ত উৎসব সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে। ধর্মের হানাহানি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। তাই সার্ধশত জন্মবর্ষে আমাদের ‘ঋতু উৎসবের রবীন্দ্রনাথ’ কে ঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। উৎসবের মূলসুরটিকে আমাদের চিনে নিতে হবে। সেই সুরের ধারা ছড়িয়ে দিতে হবে সমস্ত মানুষের মধ্যে। এর প্রধান উদ্দেশ্যে : আমরা যেন সাংস্কৃতিক আবিলতার ঘুর্ণিচক্রে ভেসে না যাই। যদি আমরা এই দায়িত্বটি সঠিক ভাবে পালন করতে পারি, তবেই কবির সার্ধশত জন্মবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপিত হবে।

খাল কেটে কুমীর আনা

(২য় পাতার পর)

আরো কতশত প্রাণ গেল। মরিচঝাঁপি হলো। দলের ছেলেপুলেরা হৃষ্টপুষ্ট হতে লাগলো। আধখানা বিড়ি, ফাটা পাতলুমের যুগ গেল। এলো মোটর সাইকেল তারপরে টাটা সুমো। অত্যাচার, ব্যাভিচার দলের আগা পাস্তলায়। পাড়ার এল.সি.এস. নব জমিদার রূপে বাংলায় জমিদারী চালাতে লাগলো। ফলস্বরূপ সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম। তখন নকশালরাও মরেছে, কংগ্রেস সি.পি.এম.কেও মেরেছে। আজো মাওবাদীরা মরছে মারছে। তফাৎ হলো নকশাল মারার কাজে জ্যোতি সিদ্ধার্থ এক ছিলো। মাওবাদী মারার কাজে বুদ্ধর পাশে কংগ্রেস তো নেই বরং মমতা ঐ সুযোগ নিতে গিয়ে লোহার বাসর ঘরে একটা ছেঁদা রেখে দিল। ঐ লক্ষ লক্ষ জনতার জোয়ার লালঝাণ্ডা ছেড়ে তৃণমূলের ঝাণ্ডা হাতে নিলো। লুঠ, অগণতান্ত্রিক কায়দায় ফ্যাসিবাদ, কংগ্রেসের কম্যুনিষ্টদের দীর্ঘদিন তাঁবেদারীতে তিতিবিরক্ত মানুষ মমতাকে দেবী দুর্গার মতো ভরসার জায়গা বলে ধরে নিল। মমতার দীর্ঘদিনের বাসনা মোহনবাগানের দ্বাদশ প্লেয়ার না হয়ে (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এরিয়ানস্ এর ক্যাপ্টেন (মুখ্যমন্ত্রী) হবে। অনিলবাবু যতই বলে যান ‘দিদি থেকে দিদিমা হবে তবু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা কোনদিন হবে না।’ অনিলবাবুর অপদার্থ ছেলে ও বুড়ো সহকর্মীদের একটার পর একটা ভুলে সেটাই কিন্তু হতে চলেছে যদি অঘটন না ঘটে। বিশেষ করে হার্মাদ দিয়ে সর্বত্র খুন খারপি চোখে পড়ছিলো না। মিডিয়া ফাঁস করে দিল সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে। মাওবাদীরা পুরো সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। ভেবেছিল মমতার সঙ্গে চুক্তি মতো তারা ফিডব্যাক পাবে। কিছু পাচ্ছে। তবে মমতা একবার চেয়ারে বসলে কিষেণজীরা বুঝবেন কোন্ ঔরঙ্গজেবের পাল্লায় পড়েছেন। শেষের দিকে বিভিন্ন মন্ত্রী নেতার ভোটে না দাঁড়িয়ে সন্ন্যাস নেবার বিবৃতি, অশোক ক্ষিতীশের ন্যাকামি, স্কুল থেকে অন্যান্য ভোটে হেরে গেলেই দলের বিরুদ্ধে বিষ উদগার মমতার উত্থানের সিঁড়ি। বুদ্ধবাবুরা শিল্পে লগ্নী বাড়াতে, কর্ম সুযোগ বাড়াতে যা করছিলেন সবাই তাই করছে – করতেই হবে, পথটা সেই সাঁইবাড়ী ফরমূলায় করে ভুল করলেন। মমতাও তাই করবে দু’দিন পরে। নরেন্দ্র মোদী, বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন এদের মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতায় প্রশ্ন নেই, কিন্তু সিদ্ধার্থ-বুদ্ধ-মমতাদের ব্যাপারটা তা নয়। মমতা আসতেও পারতো না। বামফ্রন্টের মধ্যে ঢুকে থাকা কংগ্রেসের মালগুলো সুযোগ পেয়েই ছুরি বের করেছে। এরা এবং সিপিএম ত্যাগী দলে

(শেষ পাতায়)

গ্রাম শহরে সফল উদ্যোগীদের অভিনন্দন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (বি এস কে পি)
এক দশকে রাজ্যে
ব্যবসায় নেমেছেন প্রায় ৭০ হাজার উদ্যোগপতি
মোট ১২৫৪ কোটি টাকার লগ্নি
কর্মসংস্থান ১ লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি
মহিলা উদ্যোগী ১৫.৭৮%

জানেন কি ?
বি এস কে পি-তে
প্রতি ১০০ জন উদ্যোগপতির মধ্যে ২০ জনেরও বেশি
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত

আপনার আয় বাড়াতে হাত বাড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আপনার সরকার আপনার পাশে

বি এস কে পি পরিচালনা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের অধীন সোসাইটি ফর সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট অফ্ আনএমপ্লয়েড ইউথ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

গ্রামীণ এলাকায় বিডিও অফিসে এবং পৌর এলাকায় পৌর যুব আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।
ওয়েবসাইট – www.swanirbhar.org

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে
স্মারক নং ৮৮৫ (২২) / তথ্য / মুশিঃ তাং ১৩-৮-১০

স্বাধীনতা দিবসে কৃতি ছাত্রছাত্রীরা

(১ম পাতার পর)

প্রাধান্য দেয়া হয়। ঐ দিন প্ল্যান্টের ১৫৫ জন কর্মীকেও তাঁদের কর্ম দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গ হিসাবে জেনারেল ম্যানেজার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সি.আই.এস.এফ ও স্থানীয় দিল্লী পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে রাস্তার ওপর নতুন বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ–৯৭৩২৭৪২৪৯৭

তৃণমূল ছাত্রপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের

(১ম পাতার পর)

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই – এ মন্তব্য জঙ্গিপুর কলেজের এক কর্মীর।

ঋষি অরবিন্দ শ্রীমা স্মরণ সন্ধ্যা

(১ম পাতার পর)

যেন শুধু উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, এর মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান কিছু ভক্তি নিবেদন যেন হয়। রঘুনাথগঞ্জ শাখার সহ-সম্পাদক আশীষ রুদ্র জানান, ঋষি অরবিন্দ ও শ্রীমার আদর্শ ও ভাবধারা সাধারণ মানষের মধ্যে প্রচারই আমাদের লক্ষ্য। স্থানীয় শিল্পী সমন্বয়ে নৃত্যনাট্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

খাল কেটে কুমীর আনা

(৩য় পাতার পর)

ঢুকছে মমতার নৌকায়। এবার ওরা তৃণমূলের রক্ত চুষবে বলে দল বাঁধছে। দলে অরাজকতা, ভোগবাদী প্রবৃত্তি, অহঙ্কার, গোষ্ঠীবাজী ইতিমধ্যেই প্রবল। যে সৌমেন মমতাকে তাড়ানোয় তৃণমূলের জন্ম সেই ব্যক্তি এখন দলের সেনাপতি। একে বাঁচায় কে ? মাওবাদীরা এটা বুঝে গেছে, কিন্তু আগেই লড়াইটা ঘোষণা করতে চাইছে না। আর একটু দেখতে চাইছে। শপথ নেবার এক সপ্তাহের মধ্যে মমতা যখন একটু নড়ে বসতে যাবেন দেখবেন তার হাত পা বাঁধা তারই বক্তৃতার ডোরে। তখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা হবে। দলের নেতাদের ক্যাঁচাকেচি, মস্তানদের অবাধ খুনোখুনি, জোচ্চোরদের দলে প্রভাব, ব্যাপক বেকারী আর মূল্যবৃদ্ধি এবং গোদের উপর বিষফোঁড়া মাওবাদী। ওরা বলবে এবার তুমি যৌথ বাহিনী হঠাও। জঙ্গলমহল আমাদের, ইচ্ছে মতো সাজাতে দাও, তোমার জন্যে বহু রক্ত দিয়েছি। সি.পি.এম-এর বাকী শয়তান রক্তচোষকদের আমরা গণ আদালতে চরম শাস্তি দেব। তুমি পুলিশ পাঠাবেনা। মমতা কোথায় যাবেন ? ২/১ বছরেই সরকার মুখ থুবড়ে পড়বে। রত্নাকরের পিতামাতার মতোই সে ব্যর্থতার দায় চালাক চাণক্য প্রণববাবুরা নেবেন না। শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে কেনা মুখ্যমন্ত্রীর কুর্শি থেকে অসময়ে চোখের জলে মমতার বিদায় হবে। বামফ্রন্টের পূর্বরাগমনায় চ হবে। সেই ভোটেই আমাদের সাংসদ বা তেমন কেউ দেশের রাষ্ট্রপতি হবার কথাটা নাকি কারাতকে বলেই রেখেছেন। মমতার রেলও যাবে রাইটার্সও যাবে। এটাই বাংলার দুর্ভাগ্য, এটাই ইতিহাস। সিরাজদ্দৌলার থেকে যার শুরু সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই যাবে। কেননা আদর্শ, দেশপ্রেম, জীবে প্রেম, এদের ছিলোনা, নেই। হতভাগা জনগণ নিরুপায়। হঠকারিতা, বেইমানী আর অহঙ্কার ঘাসফুলের শেকড় ছিঁড়েছে। ধান্দাবাজ আখের গোছানো বুদ্ধিজীবীদের পরিবর্তনের ডাক আশ্বিনের মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী। এদেরকে তাই এভাবেই যেতে হবে। সিদ্ধার্থের পথে বুদ্ধরা ডুববে। মমতাও একই নৌকার সওয়ার। তিনি বা তাঁর দল সরকার চালাবার মত নয়। তিনিও বিপ্লবী নন, বরং যাঁরা তাঁর দুর্দিনের বন্ধু বা এখনও যাঁরা তাঁকে রাজরাণী করে রেখেছেন, তিনি তাদেরই রক্ত মাংস খেতে ভালবাসেন – রাজনীতিতে এরা হাউই এর মতো চোঁ চোঁ করে উঠে বটে কিন্তু অল্প সময়ে নিজে জ্বলে পুড়ে অন্যকে পুড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ওঁর সি.পি.এম.-র কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত কেননা বুদ্ধরা ওঁকে নিয়ে আসছেন শাঁখ বাজিয়ে।

সবারে করি আহ্বান –

গঙ্গাবক্ষে ৬৭তম ৮১ কিমি. সন্তরণ প্রতিযোগিতা ৫ সেপ্টেম্বর '১০ ভোর ৫ ঘটিকায় আহিরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে শুরু। ৪ সেপ্টেম্বর '১০ সন্ধ্যে ৬-৩০ টায় সাঁতারুদের সম্বর্ধনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

স্থান : রঘুনাথগঞ্জ দাদাঠাকুর মঞ্চ

প্রধান অতিথি : **প্রণব মুখার্জী**

সাংসদ, জঙ্গিপুর লোকসভা ও অর্থমন্ত্রী, ভারত সরকার

বিশেষ অতিথি : **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

সাংসদ, বহরমপুর লোকসভা

ডঃ নজরুল ইসলাম, আই.পি.এস.

এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, সিকিউরিটি, মিনিষ্ট্রি অব রেলওয়েজ

পারভেজ আমেদ সিদ্দিকি, আই.এ.এস.

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

তপন মুখার্জী, প্রাক্তন বিচারপতি

কলকাতা হাইকোর্ট

ব্রহ্মচারী মুরালভাই

সম্পাদক, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সংঘ

কনভেনার – প্রদীপ নন্দী

এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য – সুশীল মজুমদার, বিকাশ নন্দ, সুদীপ রায়, মহঃ সারফুল আলম খান

মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশনের জঙ্গিপুর সাব কমিটি

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –

অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD
WINNER
2008

Coolfi
ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –

গোবিন্দ গাম্ভিরা

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।